**আইইবি'র ৫৩তম কনভেনশন-২০১২, উদ্বোধন অধিবেশন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, ঢাকা, শনিবার, ০১ মাঘ ১৪১৮, ১৪ জানুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রকৌশলী ভাই ও বোনেরা,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫৩তম কনভেনশনে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আমি স্মরণ করছি ড. এম এ রশীদ, এফ আর খান, ড. জহুরুল ইসলাম, প্রকৌশলী এম. এ জাব্বারসহ এ পেশার পথিকৃতদের। যাঁরা তাঁদের মেধা, যোগ্যতা আর সৃজনশীলতা দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৌশল শিক্ষা এবং পেশাকে আজকের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রিয় প্রকৌশলীবৃন্দ,

দেশের রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ঘর-বাড়ী, বিভিন্ন স্থাপনা, মিল-কারখানার নির্মাণ ও স্থাপনের দায়িত্ব আপনাদের। দেশের উন্নয়ন এবং উৎপাদন কর্মকান্ডের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ অর্থ ব্যয় হয় আপনাদের মাধ্যমে।

এসব কাজের গুণগত মান বজায় রাখা এবং রাষ্ট্রের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা আপনাদের দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার উপর নির্ভর করে।

আপনাদের অনুরোধ জানাব, দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে জনগণের ট্যাক্সের পয়সার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে সীমিত সম্পদ দিয়েই অনেক বেশি মানুষের সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব।

এজন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে। আমি আশা করি আমাদের প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তিবিদগণ এ বিষয়ে আরও গভীরভাবে নজর দিবেন।

বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত মেধাবী। আমাদের বিশ্বমানের প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আমাদের অনেক প্রকৌশলী উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে কর্মক্ষেত্রে বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এসব ছেলেমেয়েদের কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন করতে হবে।

আমাদের স্বল্প খরচে টেকসই যন্ত্রপাতি ও স্থাপনা নির্মাণ এবং মেরামতের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। জোর দিতে হবে বিকল্প জ্বালানি ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন এবং স্বল্প-ব্যয়ে বাড়িঘর নির্মাণ কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর।

প্রতি বছর কৃষি যন্ত্রাংশ আমদানিতে আমাদের প্রায় একশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। বগুড়া, যশোর ও সিলেটের সাধারণ ফাউন্ড্রি ও লেদ মেশিনে আমাদের লোকজন স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি করছে।

এই প্রস্ত্ততকারকদের প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও পুঁজি সরবরাহ করা গেলে কৃষি যন্ত্রাংশ উৎপাদনে আমরা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারব।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে কৃষি জমিতে অপরিকল্পিতভাবে আবাসন, বাণিজ্যিক ভবন ও কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলায় আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প কলকারখানা স্থাপনের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরির জন্য আমি আই.ই.বি-কে অনুরোধ করছি।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং শস্য সংরক্ষণে উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে প্রতি বছর প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার ফসল বিনষ্ট হয়। কী প্রক্রিয়ায় এ অপচয় কমানো যায় তা খুঁজে বের করার জন্য প্রকৌশলীদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

সরকারি সেবা সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য  e-governance চালুর প্রক্রিয়া শুরু করেছি। এতে একদিকে যেমন কাজের গতি বাড়বে, তেমনি স্বচ্ছতা ও জবাবাদিহিতা নিশ্চিত হবে। সারাদেশে ৪৫০১ টি ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় তথ্য বাতায়ন ও ই-সেন্টার খোলা হয়েছে। ওয়েব-সাইটে ই-বুক পাওয়া যাচ্ছে। দেশেই সাশ্রয়ী দামের ল্যাপটপ  উৎপাদন হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

১৯৯৬ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি সে সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন হত মাত্র ১৭০০ মেগাওয়াট। আমরা ২০০১ এ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৪৩০০ মেগাওয়াট।

বিএনপি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাত বছরে এক মেগাওয়াট উৎপাদন বাড়াতে পারেনি। ২০০৯-এ দায়িত্ব গ্রহণের সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কমে গিয়ে হয়েছিল মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াট। গত তিন বছরে অতিরিক্ত প্রায় ৩০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করেছি।

২০১৩ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সাত হাজার মেগাওয়াট এবং ২০২১ সালের মধ্যে ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এ জন্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, ভারতের সাথে আন্তঃগ্রীড নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, ভূটান, নেপালের সাথে যৌথ উদ্যোগে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি সৌরশক্তি ব্যবহার করেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দেশে গ্যাসের অব্যাহত চাহিদা মেটানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিদেশি কোম্পানির উপর নির্ভরতা কমানোর জন্য আমরা ইতোমধ্যে বাপেক্সকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নিয়েছি। বিগত কয়েক মাসে বাপেক্স্র বেশ কয়েকটি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কার করেছে।

বিগত তিন বছরে গ্যাসের উৎপাদন ৬৫ কোটি ঘনফুট বাড়ানো হয়েছে। এ ছাড়া চলমান প্রকল্প থেকে এ বছর আরও ৮০ কোটি ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বাড়বে।

বিএনপি ১৯৯১ এ ক্ষমতায় আসার পর বিনা খরচে আন্তঃমহাদেশীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তারা সে সংযোগ নেয়নি।

আমরা ১৯৯৬ এ দায়িত্ব গ্রহণের পর এ সংযোগ গ্রহণের উদ্যোগ নেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে এ তথ্য মহাসরণীতে অবস্থান আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ গ্রহণেরও উদ্যোগ নিয়েছি। এটি স্থাপিত হলে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করা আমাদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের টেকসই এবং পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন কর্মসূচির দিকে নজর দিতে হবে।

পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। বিশেষ করে নদী ভাঙন রোধ, বর্জ্য ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকৌশলীগণকে নতুন নতুন টেকসই প্রযুক্তি  উদ্ভাবনের আহবান জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা মাধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছি।

শিক্ষার হার বেড়েছে। দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ৮২৮ ডলার।

আমরা চাই, ২০২১ সালের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। এ দেশ হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে অগ্রসর ডিজিটাল বাংলাদেশ। এজন্য ১৯৭১ এর মত আর একবার দেশ প্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকৌশলীদের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানাচ্ছি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৫৩তম কনভেনশনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---